বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর
বার্ষিক অডিট রিপোর্ট
২০১৪-২০১৫

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এবং বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়

(প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস করপোরেশন
এবং বাংলাদেশ জুট মিলস করপোরেশন এর নিয়ন্ত্রণাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহ)

অর্থ বছর : ২০১৩-২০১৪

বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশকৃত

বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর
বার্ষিক অডিট রিপোর্ট
২০১৪-২০১৫

প্রথম খন্ড

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এবং বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়

অর্থ বছর : ২০১৩-২০১৪

বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশকৃত

সূচীপত্র

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	পৃষ্ঠা নম্বর
১	বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর প্রত্যয়ন	ক
২	মহাপরিচালকের বক্তব্য	খ
৩	প্রথম অধ্যায়	১
	অডিট বিষয়ক তথ্য	৩
	ম্যানেজমেন্ট ইস্যু, অনিয়ম ও ক্ষতির কারণসমূহ এবং নিরীক্ষার সুপারিশ	৩
	অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ	৫
৪	দ্বিতীয় অধ্যায় (অডিট অনুচ্ছেদসমূহ)	৭-১৮

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১২৮, কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এডিশনাল ফাংশন্স) এ্যাক্ট, ১৯৭৪ এবং বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এডিশনাল ফাংশন্স) (এ্যামেন্ডমেন্ট) এ্যাক্ট, ১৯৭৫ অনুযায়ী মহাপরিচালক, বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত এই অডিট রিপোর্ট জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের লক্ষ্যে সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হলো।

তারিখ: ....বঙ্গাব্দ
..........................খ্রিস্টাব্দ

মাসুদ আহমেদ
বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল

খ

মহাপরিচালকের বক্তব্য

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এর নিয়ন্ত্রণাধীন প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর এবং বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস করপোরেশন ও বাংলাদেশ জুট মিলস করপোরেশন এর আওতাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহের ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছর ও তদপূর্ববর্তী বছরসমূহের হিসাব ও আর্থিক কর্মকান্ড বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক নমুনামূলক যাচাইয়ের মাধ্যমে নিরীক্ষা কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়। আর্থিক অনিয়ম চিহ্নিতকরণ এবং অনিয়ম রোধকল্পে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা পর্যালোচনাসহ সরকারি সম্পদ/অর্থের ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ এবং অনিয়মসমূহ যথাযথ কর্তৃপক্ষের নজরে আনয়ন করাই এ নিরীক্ষার মূল উদ্দেশ্য। এ রিপোর্টে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের যে সকল আর্থিক অনিয়ম অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তা বিবেচ্য সময়ের অথবা পূর্ববর্তী সময়ের লেনদেন ও আয় ব্যয়ের অংশ বিশেষ মাত্র। এ রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত অনিয়মসমূহ পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয়েছে যে, নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানসমূহের অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার দুর্বলতা এবং সরকারি বিধি-বিধান পরিপালন না করায় অনিয়মগুলো সংঘটিত হয়েছে যার প্রতি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলো। অডিট আপত্তিতে জড়িত অর্থ আদায়ের ক্ষেত্রে প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা প্রয়োজন। এছাড়া প্রতিষ্ঠানের আর্থিক শৃঙ্খলা নিশ্চিতকল্পে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে এ ধরণের অনিয়মের পুনরাবৃত্তি রোধ করাও সম্ভব। মূল রিপোর্টের কলেবর বৃদ্ধি না করে আপত্তি সংশ্লিষ্ট প্রমাণক ও বিস্তারিত পরিসংখ্যান (পরিশিষ্টসমূহ) পৃথক একটি খণ্ডে অর্থাৎ দ্বিতীয় খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

প্রযোজ্য ক্ষেত্রে নিরীক্ষার আন্তর্জাতিক মানদন্ড তথা International Standards of Supreme Audit Institutions (ISSAI) এর প্রাসঙ্গিক ধারাসমূহ এবং Government Auditing Standards সমূহ বিবেচনায় নিয়ে আলোচ্য নিরীক্ষা সম্পাদন ও রিপোর্ট প্রণয়ন করা হয়েছে। আর্থিক ব্যবস্থাপনায় শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা এবং এর গুণগত মান বৃদ্ধিতে এ রিপোর্টটি ইতিবাচক অবদান রাখবে বলে আশা করা যায়।

তারিখ: ....বঙ্গাব্দ
..........................খ্রিস্টাব্দ

মোঃ আফতাবুজ্জামান
মহাপরিচালক
বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর, ঢাকা।

প্রথম অধ্যায়

(অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ ও ম্যানেজমেন্ট ইস্যু)

অডিট বিষয়ক তথ্য

নিরীক্ষা অর্থ বছরঃ

- ২০১৩-২০১৪ এবং তদপূর্ববর্তী অর্থ বছরসমূহ।

নিরীক্ষার প্রকৃতি:

- নিয়মানুগ অডিট।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠান ও নিরীক্ষা সময়কাল :

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠানের নাম	নিরীক্ষার সময়
১	প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ঢাকা।	২৪-০৮-২০১৪ খ্রিঃ হতে ০৪-০৯-২০১৪ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত
২	বাগদাদ-ঢাকা কার্পেট ফ্যাক্টরী, চট্টগ্রাম।	২৬-০৯-২০১৪ খ্রিঃ হতে ০৫-১১-২০১৪ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত
৩	ইউনাইটেড জুট মিলস্ লিঃ, নরসিংদী।	০৯-১১-২০১৪ খ্রিঃ হতে ৩১-১২-২০১৪ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত
৪	বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস করপোরেশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।	১১-১২-২০১৪ খ্রিঃ হতে ১২-০১-২০১৫ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত

নিরীক্ষা পদ্ধতি:

- প্রতিষ্ঠান প্রধানসহ বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীর সাথে আলোচনা।
- রেকর্ডপত্রাদি পরীক্ষা।
- তথ্যাদি বিশ্লেষণ।

ম্যানেজমেন্ট ইস্যুঃ

- সরকারি বিধি-বিধান পরিপালন ও অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ ।

অনিয়ম ও ক্ষতির কারণসমূহঃ

- প্রচলিত আর্থিক বিধি-বিধান এবং সরকার কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে জারিকৃত আদেশ নির্দেশ, প্রজ্ঞাপন, নীতিমালা অনুসরণ না করা।
- চুক্তির শর্ত যথাযথভাবে অনুসরণ না করা।
- অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ও নিরীক্ষা কার্যক্রম জোরদার না করা।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

- প্রচলিত আর্থিক বিধি-বিধান এবং সরকার কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে জারিকৃত আদেশ নির্দেশ, প্রজ্ঞাপন, নীতিমালা অনুসরণ করা আবশ্যক।
- অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ও নিরীক্ষা কার্যক্রম জোরদার করা আবশ্যক।
- দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক আপত্তিকৃত অর্থ আদায় করা আবশ্যক।

রিপোর্ট প্রণয়ন ও সার্বিক তত্ত্বাবধানঃ

- মহাপরিচালক, বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর।

অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ

অনুচ্ছেদ নম্বর	আপত্তির শিরোনাম	জড়িত টাকা
	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়	
০১	সমাপ্ত প্রকল্পের ২৬২টি গাড়ীর কোন হদিস না থাকায় সরকারের বিপুল পরিমাণ আর্থিক ক্ষতি।	
০২	সমাপ্ত প্রকল্পের ৬০৩টি মোটর সাইকেল কোথায় ব্যবহৃত হচ্ছে তার কোন হদিস না থাকায় ক্ষতি।	৬,০৩,০০,০০০
	বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়	
০৩	মিলের পাট গুদামে ৭৭৪.৮৩ কুইন্টাল পাট ঘাটতি হওয়ায় প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি।	৪২,২৮,৭৭৪
০৪	উৎপাদিত পাট সুতা ঘাটতির ফলে ক্ষতি	১২,২২,৫১৮
০৫	অনুমোদিত শ্রমিক অপেক্ষা অতিরিক্ত শ্রমিক নিয়োগ করায় ক্ষতি।	২৬,৮৫,৫৩,৭৬২
০৬	ব্যক্তি মালিকানায় হস্তান্তরজনিত ১৭টি মিলের নিকট বিটিএমসি ও সরকারি ঋণের অনাদায়ী পাওনা ।	৭৫৭,৮৪,৩১,০০০
	সর্বমোট টাকা	**৭৯১,২৭,৩৬,০৫৪**

দ্বিতীয় অধ্যায়

(অডিট অনুচ্ছেদসমূহ)

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

অনুচ্ছেদ নং: ০১

শিরোনাম: সমাপ্ত প্রকল্পের ২৬২টি গাড়ী কেন্দ্রীয় পরিবহন পুলে জমা না দেওয়া এবং কোন হদিস না থাকায় সরকারের বিপুল পরিমাণ আর্থিক ক্ষতি।

বিবরণ:

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, কৃষি খামার সড়ক, ফার্মগেট, ঢাকা এর ২০১৩-২০১৪ অর্থ বৎসরের হিসাব ২৪/০৮/২০১৪ খ্রিঃ হতে ০৪/০৯/২০১৪ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে সম্পন্ন করা হয়। হিসাব নিরীক্ষাকালে গাড়ীর ফাইলপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

- সমাপ্ত প্রকল্পসমূহে মোট ২৬৭টি গাড়ী ক্রয়/ব্যবহার করা হয়েছিল। ৫টি গাড়ী পরিবহন পুলে জমা করা হয়েছে। বর্তমানে সমাপ্ত প্রকল্পের অবশিষ্ট ২৬২টি গাড়ী কোথায়, কার মাধ্যমে ব্যবহৃত হচ্ছে তার প্রাপ্তি স্বীকার পত্র না থাকা এবং গাড়ীগুলোর তালিকার নিচে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের দায়িত্বশীল কোন কর্মকর্তার স্বাক্ষর না থাকা এবং বাস্তবে কতগুলি গাড়ী আছে তার হিসাব না থাকায় সরকারের বিপুল পরিমাণ আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।
- বিস্তারিত নিরীক্ষায় দেখা যায় যে, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের সমাপ্ত প্রকল্পসমূহের গাড়ীগুলি প্রকল্প সমাপ্ত হওয়ার পর কেন্দ্রীয় পরিবহন পুলে অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মহোদয়ের মাধ্যমে জমা করার বিধান থাকলেও এ পর্যন্ত মাত্র ০৫ টি গাড়ী অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মহোদয়ের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় পরিবহন পুলে জমা করা হয়েছে। অধিদপ্তরে তথ্যানুযায়ী ২৬৭টি গাড়ীর মধ্যে ২৬২টি গাড়ী কোথায়, কার কাছে রয়েছে/কে ব্যবহার করছে তার প্রাপ্তি স্বীকার পত্র নেই। এছাড়া বাস্তবে কতগুলি গাড়ী আছে তার হিসাব এবং প্রমাণক না থাকায় সরকারের বিপুল পরিমাণ আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

অনিয়মের কারণ:

- সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের আদেশ নং সম(পরি)-স্থায়ী কমিটি/৪৪/২০০৫ (অংশ-১)-৭২১ তারিখ ০৮/০১/২০০৬ অনুযায়ী সমাপ্ত উন্নয়ন প্রকল্পের পরিচালক, প্রকল্প সমাপ্তির ৬০ দিনের মধ্যে প্রকল্পের সকল সচল যানবাহন, সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের সরকারি যানবাহন অধিদপ্তরের কেন্দ্রীয় পরিবহন পুলে জমা না করা।

ফলাফল:

- উপরিউক্ত অনিয়মের ফলে সরকারের ২৬২টি গাড়ীর যথাযথ ব্যবহার সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায়নি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব:

- প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের সমাপ্ত প্রকল্পসমূহের গাড়ীগুলি প্রকল্প সমাপ্ত হওয়ার পর কেন্দ্রীয় পরিবহন পুলে অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মহোদয়ের মাধ্যমে ০৫টি গাড়ী জমা করা হয়। ২৬২টি গাড়ী টিওএন্ডইভুক্ত করার জন্য মন্ত্রণালয় বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়। সম্প্রসারণ কাজের জন্য গাড়ীগুলো বিভিন্ন জেলায় নিয়োজিত আছে। বাস্তবে গাড়ীগুলোর হিসাব ও প্রমাণক পরবর্তীতে নিরীক্ষাকে জানানো হবে।

অডিটের মন্তব্য:

- জবাব যথাযথ নয়। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের সমাপ্ত প্রকল্পসমূহের গাড়ীগুলি প্রকল্প সমাপ্ত হওয়ার পর কেন্দ্রীয় পরিবহন পুলে অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মহোদয়ের মাধ্যমে জমা করার বিধান রয়েছে, যা পরিপালন করা হয়নি। এছাড়া ২৬২টি গাড়ী কোথায়, কার মাধ্যমে ব্যবহৃত হচ্ছে তা প্রমানক সরবরাহ করা আবশ্যক।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ১৪/১০/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয় বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। জবাব না পাওয়ায় ০২/১২/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। ২৩/০৩/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র জারি করা হলেও জবাব পাওয়া যায়নি।

অডিটের সুপারিশ:

- সমাপ্ত প্রকল্পের ২৬২টি গাড়ী কেন্দ্রীয় পরিবহন পুলে জমা প্রদান না করার জন্য দায় দায়িত্ব নির্ধারণকরত: বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করে এবং গাড়ীগুলির বর্তমান অবস্থা সঠিকভাবে নিশ্চিত করে নিরীক্ষাকে জানানো আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং: ০২

শিরোনামঃ সমাপ্ত প্রকল্পের ৬০৩টি মোটরসাইকেল কোথায় ব্যবহৃত হচ্ছে তার কোন হদিস না থাকায় ক্ষতি ৬,০৩,০০,০০০ টাকা।

বিবরণ:

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, কৃষি খামার সড়ক, ফার্মগেট, ঢাকা এর ২০১৩-২০১৪ অর্থ বৎসরের হিসাব ২৪/০৮/২০১৪ খ্রিঃ হতে ০৪/০৯/২০১৪ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে সম্পন্ন করা হয়। হিসাব নিরীক্ষাকালে গাড়ীর ফাইলপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, সমাপ্ত প্রকল্পের ৬০৩টি মোটরসাইকেল কোথায় ব্যবহৃত হচ্ছে তার কোন হদিস না থাকায় ক্ষতি ৬,০৩,০০,০০০ টাকা ।

- বিস্তারিত নিরীক্ষায় দেখা যায় যে, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মহোদয় জনাব সুনীল চন্দ্র ঘোষ এর ৩০/০৭/২০০৮ খ্রিঃ তারিখে স্বাক্ষরিত সমাপ্ত প্রকল্পের যন্ত্রপাতির বিভাজন হতে দেখা যায় যে, বিভিন্ন সমাপ্ত প্রকল্পের সর্বমোট ৬০৩টি মোটরসাইকেল কোথায় ব্যবহৃত হচ্ছে সেই ঘরটি ফাঁকা অর্থাৎ মোটর সাইকেলগুলির কোন হদিস নেই। একেকটি মোটর সাইকেল গড়ে ১,০০,০০০ টাকা ক্রয় মূল্য ধরা হলে ৬০৩টি মোটর সাইকেলের দাম হয় ৬,০৩,০০,০০০ টাকা, যা সরকারের আর্থিক ক্ষতি হিসেবে বিবেচিত ।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব:

- সমাপ্ত প্রকল্পের মোটরসাইকেলগুলো ২৫-৩০ বছরের পুরানো হওয়ায় অনেক মোটরসাইকেল নষ্ট হয়ে গেছে। কিছু মোটরসাইকেল হায়ার পারচেজে বিতরণ করা হয়েছে।

অডিটের মন্তব্য:

- জবাব যথাযথ হয়নি। কারণ মহাপরিচালক মহোদয় স্বাক্ষরিত সমাপ্ত প্রকল্পের যন্ত্রপাতির বিভাজন হতে দেখা যায় যে, বিভিন্ন সমাপ্ত প্রকল্পের সর্বমোট ৬০৩টি মোটরসাইকেল কোথায় ব্যবহৃত হচ্ছে সেই ঘরটি ফাঁকা অর্থাৎ মোটরসাইকেলগুলির কোন হদিস নেই।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ১৪/১০/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয় বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। জবাব না পাওয়ায় ০২/১২/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। ২৩/০৩/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র জারি করা হলেও জবাব পাওয়া যায়নি।

অনিয়মের কারণ:

- ৬০৩ টি মোটর সাইকেলের ব্যবহারে সঠিক হিসাব না থাকায় বাস্তব অবস্থা (Physical Existance) নিশ্চিত না হওয়ায় সরকারের আর্থিক ক্ষতির কারণ।
- সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের আদেশ নং সম(পরি)-স্থায়ী কমিটি/৪৪/২০০৫ (অংশ-১)-৭২১ তারিখ ০৮/০১/২০০৬ অনুযায়ী সমাপ্ত উন্নয়ন প্রকল্পের পরিচালক, প্রকল্প সমাপ্তির ৬০ দিনের মধ্যে প্রকল্পের সকল সচল যানবাহন, সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের সরকারি যানবাহন অধিদপ্তরের কেন্দ্রীয় পরিবহন পুলে জমা না করা।

ফলাফল:

- উপরিউক্ত অনিয়মের ফলে সরকার ৬০৩টি মোটরসাইকেল যথাযথভাবে ব্যবহার করতে পারছে না।

অডিটের সুপারিশ:

- সমাপ্ত প্রকল্পের ৬০৩টি মোটরসাইকেল কোথায় ব্যবহৃত হচ্ছে তার কোন হদিস না থাকায় এর সঙ্গে জড়িত ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়

অনুচ্ছেদ নং: ০৩

শিরোনাম: মিলের পাট গুদামে ৭৭৪.৮৩ কুইন্টাল পাট ঘাটতি হওয়ায় প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি ৪২,২৮,৭৭৪ টাকা ।

বিবরণ:

বাগদাদ-ঢাকা কার্পেট ফ্যাক্টরী, উত্তর কাট্টলী, পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম এর ২০১০-২০১১ হতে ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের হিসাব ২৬/০৯/২০১৪ খ্রিঃ হতে ০৫/১১/২০১৪ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষায় বাস্তব যাচাই প্রতিবেদন, চূড়ান্ত হিসাব ও উপ-খতিয়ানসমূহ পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে,

- ৩০/০৬/২০১২ খ্রিঃ তারিখে মিলের পাট গুদামে ঘাটতি পাওয়া যায় ৭৭৪.৮৩ কুইন্টাল এবং প্রতি কুইন্টাল পাটের দাম ৫৪৫৭.৬৮ টাকা হারে ঘাটতি পাটের মূল্য দাঁড়ায় ৪২,২৮,৭৭৪.১৯ টাকা (**বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট '' ০১ " এ দেখানো হলো**)।
- পাট মন্ত্রণালয়ের পত্র নং-পাম/শা-৫/নিরী-৪৪(অংশ-৫)/৯৯/১৫৫৭ তারিখ ২৯/১১/১৯৯৯ খ্রিঃ এর ১(খ)-তে মিলের গুদামজাত পাট রক্ষণাবেক্ষণ, যাচাই শেড বা অন্যত্র স্থানান্তরপূর্বক কাঁচা/পাকা যাচাইসহ মিলগেট ইস্যু পর্যন্ত পাট ঘাটতির হার ০.৫০% উল্লেখ রয়েছে।
- পাট মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-পাম/শা-৫/নিরী-৪৪(অংশ-৫)/২০০৩/২২৮ তারিখ ১৫/০৬/২০০৩ খ্রিঃ তারিখ এর শর্ত নং-২(ঘ) ৪ এর ব্যাখ্যায় অনুমোদিত হার অপেক্ষা মাত্রাতিরিক্ত পাট ঘাটতি এবং মানজনিত ক্ষতি যাই হোক না কেন সংশ্লিষ্ট কর্মচারী/ব্যক্তিবর্গকে দায়ী করে ক্ষতির সমুদয় অর্থ আদায় করার ও কেবল মাত্র নির্ধারিত হারের অতিরিক্ত ক্ষতির অর্থ আদায় করে অব্যাহতি দেয়া যাবে না উল্লেখ রয়েছে।
- উক্ত ক্ষতির জন্য মিলের পাট গুদামে কর্মরত কর্মকর্তা/ইনচার্জগণ দায়ী এবং ক্ষতির অর্থ পাট মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা মোতাবেক সংশ্লিষ্টগণের নিকট থেকে আদায়যোগ্য।

অনিয়মের কারণ:

- গ্রহণযোগ্য ঘাটতির অতিরিক্ত পাট ঘাটতি গুদামে সংঘটিত হয়।

ফলাফল:

- মিলের পাট গুদামে গ্রহণযোগ্য ঘাটতির অতিরিক্ত পাট ঘাটতির কারণে প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ক্ষতি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব:

- যাচাই বাছাই করে পরবর্তীতে জবাব নিরীক্ষাকে অবহিত করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য:

- জবাব গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ ঘাটতির ব্যাপারে পূর্ব থেকে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিৎ ছিল। উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক যথাক্রমে ২৬/০২/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয় বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। জবাব না পাওয়ায় ০৫/০৪/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। ২৬/০৭/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র জারি করা হলেও জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ:

- ঘাটতির বিষয়ে তদন্তপূর্বক দায় দায়িত্ব নির্ধারণ করে দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে ক্ষতিকৃত অর্থ আদায় করে আদায়ের প্রমাণকসহ নিরীক্ষাকে জানানো আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং: ০৪

শিরোনাম: উৎপাদিত পাট সুতা ঘাটতির ফলে ক্ষতি ১২,২২,৫১৮ টাকা।

বিবরণ:

বাগদাদ-ঢাকা কার্পেট ফ্যাক্টরী, উত্তর কাট্টলী, পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম এর ২০১০-২০১১ হতে ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের হিসাব ২৬/০৯/২০১৪ খ্রিঃ হতে ০৫/১১/২০১৪ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষায় চূড়ান্ত হিসাব পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে,

- ২০১১-২০১২ সালের চূড়ান্ত হিসাব নিরীক্ষাকালে দেখা যায় যে, উৎপাদিত সুতার ঘাটতি পাওয়া যায় ১৪.২৪ মেট্রিক টন এবং প্রতি মেট্রিক টন সুতার মূল্য ৮৫,৮৫১ টাকা হিসাবে ঘাটতিকৃত সুতার মূল্য দাঁড়ায় (১৪.২৪ X ৮৫,৮৫১ টাকা)=১২,২২,৫১৮.২৪ টাকা (**বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট ''০২" এ দেখানো হলো**)।
- উৎপাদিত পাট সুতা ঘাটতিজনিত কারণে ক্ষতির অর্থ সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীর নিকট হতে আদায়যোগ্য।

অনিয়মের কারণ:

- উৎপাদিত পাট সুতার হিসাব মোতাবেক পাট সুতার পরিমাণ বাস্তবে পাওয়া যায়নি বিধায় ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়।

ফলাফল:

- উৎপাদিত পাট সুতার হিসাব মোতাবেক মজুতে ঘাটতি থাকায় প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব:

- যাচাই বাছাই করে পরবর্তীতে নিরীক্ষাকে অবহিত করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য:

- জবাব গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের অবহেলার কারণে উৎপাদনে ঘাটতি হয়েছে। উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক যথাক্রমে ২৬/০২/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয় বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। জবাব না পাওয়ায় ০৫/০৪/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। ২৬/০৭/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র জারি করা হলেও জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ:

- ঘাটতিকৃত উৎপাদিত পাট সুতার মূল্য ঘাটতির জন্য দায় দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক সংশ্লিষ্ট দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে আদায় করে প্রমাণকসহ নিরীক্ষাকে জানানো আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং: ০৫

শিরোনাম: অনুমোদিত শ্রমিক অপেক্ষা অতিরিক্ত শ্রমিক নিয়োগ করায় ক্ষতি ২৬,৮৫,৫৩,৭৬২ টাকা।

বিবরণ:

ইউএমসি জুট মিলস্ লিঃ (ইউনাইটেড) নরসিংদী কার্যালয়ে ২০১২-২০১৪ অর্থ বছরের হিসাব নিরীক্ষা কাজ ০৯/১১/২০১৪খ্রিঃ তারিখ হতে ৩১/১২/২০১৪খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে স্থানীয়ভাবে সম্পন্ন করা হয়। নিরীক্ষাকালে শ্রমিক মজুরী, এমআইএস রিপোর্ট পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, অনুমোদিত জনবলের হার এর অধিক শ্রমিক নিয়োগ করায় প্রতিষ্ঠানের অতিরিক্ত ব্যয় হয় ২৬,৮৫,৫৩,৭৬২.০০ টাকা (**বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট "০৩" তে দেয়া হলো**)।

- পরিশিষ্টের ক্রমিক নং ১ হতে দেখা যায় যে, ২০১২-২০১৩ ও ২০১৩-২০১৪ সালে তাঁত প্রতি নিয়োজিত/অনুমোদিত জনবল থাকার কথা যথাক্রমে ২.৯৫ ও ২.৬৯ জন কিন্তু এ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক জনবল (শ্রমিক) ব্যবহার করা হয় যথাক্রমে ৩.৭৬ ও ৩.৮৩ জন। ফলে অতিরিক্ত জনবল (শ্রমিক) ব্যবহার করা হয় (প্রতি তাঁত) যথাক্রমে ০.৮১ ও ১.১৪ জন।
- ২০১২-২০১৩ সালে নিয়োজিত স্থায়ী শ্রমিক ২৩৯৩ জন এবং বদলী শ্রমিক ১৩১৮ জনসহ মোট ৩৭১১ জন। অনুরুপভাবে ২০১৩-২০১৪ সালে মাসিক গড়ে শ্রমিক ব্যবহার করে ২৪২৩ জন স্থায়ী শ্রমিক এবং ৯৬৬ জন বদলী শ্রমিকসহ মোট ৩৩৮৯ জন শ্রমিক।
- পরিশিষ্টের ক্রমিক নং ৫ হতে দেখা যায় যে, ২০১২-২০১৩ সালে মাসিক গড়ে অতিরিক্ত শ্রমিক ব্যবহার করে ৭৯৯/৫৪ এবং ২০১৩-২০১৪ সালে ১০০৮/৭৫ জন।
- ৬নং ক্রমিকে উল্লেখ করা হয় যে, ২০১২-২০১৩ সালে মোট পরিশোধিত শ্রমিক মজুরী ৫৪,৯৭,৫২,০০০ টাকা এবং ২০১৩-২০১৪ সালে ৫০,৪৩,৬৬,০০০ টাকা। জন প্রতি মাসিক গড়ে শ্রমিক মজুরী ২০১২-২০১৩ সালে পরিশোধ করে ১১,৮৪,২৯,০৪১.৬০ টাকা এবং ২০১৩-২০১৪ সালে অতিরিক্ত পরিশোধ করে ১৫,০১,২৪,৭২১.৭৬ টাকা। এখানে ২০১২-২০১৪ সালে অতিরিক্ত শ্রমিক মজুরী পরিশোধ করে (১১,৮৪,২৯,০৪১.৬০ +১৫,০১,২৪,৭২১.৭৬) = ২৬,৮৫,৫৩,৭৬২.০০ টাকা। উক্ত ক্ষতির জন্য দায় দায়িত্ব নির্ধারণ করা আবশ্যক।

অনিয়মের কারণ:

- সরকারি বিধি বিধান অনুসরণ না করা।
- অনুমোদিত জনবল এর চেয়ে অধিক শ্রমিক নিয়োগ করা।

ফলাফল:

- শ্রমিক নিয়োগের ক্ষেত্রে অনুমোদিত জনবল এর হার অনুসরণ না করায় ক্ষতি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব:

- স্থানীয় কর্তৃপক্ষের জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার মন্তব্য:

- অনুমোদিত জনবল অপেক্ষা অতিরিক্ত জনবল নিয়োগ করায় প্রতিষ্ঠানের উল্লিখিত অর্থ অতিরিক্ত পরিশোধ করা হয়েছে। উক্ত ক্ষতির জন্য দায় দায়িত্ব নির্ধারণ আবশ্যক।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ৩১/১২/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয় বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। জবাব না পাওয়ায় ০২/০৯/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। ২৩/০২/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র জারি করা হলেও জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ:

- অতিরিক্ত জনবল নিয়োগ করায় অতিরিক্ত পরিশোধিত অর্থের জন্য দায় দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক অতিরিক্ত পরিশোধিত অর্থ আদায় করে প্রমাণকসহ নিরীক্ষাকে জানানো আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং: ০৬

শিরোনাম: ব্যক্তি মালিকানায় হস্তান্তরিত ১৭টি মিলের নিকট বিটিএমসি ও সরকারি ঋণের অনাদায়ী পাওনা ৭৫৭,৮৪,৩১,০০০ টাকা।

বিবরণ:

বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস্ কর্পোরেশন, প্রধান কার্যালয়, বিটিএমসি ভবন, ৭-৯, কাওরান বাজার, ঢাকা এর ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের হিসাব গত ১১/১২/২০১৪ খ্রিঃ হতে ১২/০১/২০১৫ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে দেখা যায় যে,

- বাংলাদেশ সরকার ও বিটিএমসি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দেশীয় মালিকানাধীন ৩৩টি টেক্সটাইল শিল্প কারখানা সংশ্লিষ্ট মালিকদের নিকট হস্তান্তর করা হয়। সংশ্লিষ্ট কারখানার দায়-দেনা ও সরকারি ঋণের অর্থসহ সমুদয় পাওনা ৬ থেকে ৯ বছরের মধ্যে সুদাসলে পরিশোধের শর্তে মিলগুলো হস্তান্তর করা হলেও অদ্যাবধি সমুদয় অর্থ আদায় করা সম্ভব হয়নি।
- বিস্তারিত নিরীক্ষায় দেখা যায় যে, ৩৩টি মিলের মধ্যে ১৭টি মিলের নিকট ৩০/০৬/২০১৪ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত বিটিএমসির আমদানি হিসাব, চলতি হিসাব, আন্তঃমিল হিসাব ও সরকারের স্বল্প মেয়াদী ঋণ, দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ এবং ব্যাংক ঋণসহ সুদাসলে সর্বমোট ৭৫৭,৮৪,৩১,০০০ টাকা অনাদায়ী রয়েছে যা ক্ষতি হিসাবে গণ্য (**বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট ''০৪ (১-২)"তে দেখানো হলো)।**
- ব্যক্তি মালিকানায় হস্তান্তরিত অনাদায়ী অর্থ দীর্ঘদিন যাবৎ আদায় না হওয়ার পরও তাদের বিরুদ্ধে কার্যকরী পদক্ষেপ অর্থাৎ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণে তেমন কোন প্রমাণক নথিতে পাওয়া যায়নি। এর জন্য দায় দায়িত্ব নির্ধারণসহ আলোচ্য অনাদায়ী/ক্ষতির অর্থ আদায়ে প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়া আবশ্যক।

অনিয়মের কারণ:

- যথাসময়ে পাওনা আদায়ে উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ না করা।

ফলাফল:

- আদায়ে ব্যর্থতায় সরকারের ক্ষতি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব:

- দেশীয় মালিকানাধীন ৩৩টি মিল হস্তান্তরের মধ্যে ১৭টি মিলের নিকট ৩০/০৬/২০১৪ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত বিটিএমসি'র মোট ৭৫৭,৮৪,৩১,০০০ টাকা অনাদায়ী রয়েছে যা আদায়কল্পে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম-সচিব(বস্ত্র) মহোদয়কে আহবায়ক করে ০৩ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটির প্রতিবেদন এখনও পাওয়া যায়নি। প্রতিবেদন পাওয়া গেলে পরবর্তীতে জানানো হবে।

অডিটের মন্তব্য:

- জবাব স্বীকৃতিমূলক অর্থাৎ ব্যক্তি মালিকানায় হস্তান্তরিত ১৭টি মিলের নিকট সংস্থার পাওনা বাবদ ৭৫৭,৮৪,৩১,০০০ টাকা আদায় করা সম্ভব হয়নি। এর জন্য কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা আবশ্যক।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ১২/০১/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয় বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। জবাব না পাওয়ায় ০২/০৯/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ২৩/০২/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র জারি করা হলেও জবাব পাওয়া যায়নি।

অডিটের সুপারিশ:

- দেশীয় মালিকানায় হস্তান্তরিত ১৭টি মিলের নিকট বকেয়া/অনাদায়ী অর্থ আদায় করে নিরীক্ষাকে জানানো আবশ্যক।

মো: আফতাবুজ্জামান
মহাপরিচালক
বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর, ঢাকা।